[redacted]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ

প্রতিবেদন

স্থানীয় সরকার কমিশন

মে, ১৯৯৭

মুখবন্ধ

শক্তিশালী স্থানীয় সরকার বাংলাদেশের জনগণের বহুদিনের লালিত আকাঙ্খা। গণতন্ত্রের ও স্থানীয় সরকারের দাবী সব সময়ই সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে। কারণ একটি আরেকটির পরিপূরক। স্থানীয় সরকারের অনুপস্থিতি অথবা দুর্বল স্থানীয় সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্খা যথাযথ প্রতিপালনে ও বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। একটি গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরাই জনগণের স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এ জন্য প্রশাসনের সর্বস্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণকে নিয়ে গঠিত স্থানীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য বলে পরিগণিত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশের মূল সংবিধানে এ ধরণের গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছিলো। ১৯৭২ সালে প্রণীত মূল সংবিধানে ১১, ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারের রূপরেখাসহ প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের উল্লেখ ছিলো। পঁচাত্তর পরবর্তীকালে অগণতান্ত্রিকভাবে সংবিধানের মূল নীতিসমূহের সঙ্গে এই বিধানেরও বিলোপ সাধন করা হয়।

১৯৯১ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মূল সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপিত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০ এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারে মহিলাদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেয়ার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমেও স্থানীয় সরকার সম্পর্কে সাংবিধানিক অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং ঐকমত্যের ভিত্তিতে পুনঃস্থাপিত স্থানীয় সরকার পদ্ধতি একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীর একটি বড় অবদান। এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় নিজেদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

সাংবিধানিক দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা এবং সকল রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের জন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহান নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন। একই সঙ্গে সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদ অনুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের ক্ষমতা জনগণের নিকট একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামোর মাধ্যমে হস্তান্তর করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ তারিখে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হয়।

কমিশন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অতীত ইতিহাস, সামগ্রিক অভিজ্ঞতা, সংবিধানের অঙ্গীকার, সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঐকমত্য এবং বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক আগ্রহের আলোকে কার্যক্রম শুরু করে। গণমাধ্যমে জনমত যাচাই, সকল পেশা ও শ্রেণীর প্রতিনিধিগণের সাথে আলাপ আলোচনা এবং বৈঠকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার গঠন, নির্বাচন কার্যক্রম এবং পরিচালনার বিভিন্ন দিকের উপর তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। ইহা ছাড়া স্থানীয় সরকার বিষয়ে দেশ বিদেশের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করা হয়। কমিশন সর্বমোট ৪০টি সভায় মিলিত হয়ে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে এবং বাস্তবানুগ সুপারিশ প্রণয়নে ঐকমত্যে উপনীত হয়। সুপারিশগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা/উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিকভাবে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে পরিচালনা। এই প্রতিবেদনে দেশের সকল পেশা ও শ্রেণীর নর-নারীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে বলে কমিশন মনে করে। তাই কমিশনের সুপারিশ জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত হবে এবং জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে এটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে কমিশন দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

কমিশন তাঁদের দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন সময়ে রাজধানী ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে গ্রামে, থানা এবং জেলা শহরে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছে। সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানীয় সরকার গঠনে ও শক্তিশালীকরণে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রেখে কমিশনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কমিশন তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। স্থানীয় সরকার বিভাগ, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ লোকাল গভর্ণমেন্ট এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয় কমিশনের কর্মকর্তাগণকে এবং কমিশনের কাজে যে সাহায্য সহযোগিতা করেছে তা প্রশংসনীয়। ইউএনডিপির অর্থানুকূল্যে কমিশনের ষ্টাডি ট্যুর সীমিত আকারে হলেও সম্ভব হয়েছে যার জন্য ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন। সংগৃহীত উপাত্তের কম্পিউটার প্রসেসিং-এ প্রশিকার সাহায্য ধন্যবাদসহকারে স্মরণ করা হলো।

পরিশেষে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দেশ ও জনসেবার সুযোগ দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে কমিশন বিনীতভাবে এ প্রতিবেদন পেশ করছে।

(এ্যাডভোকেট মোঃ রহমত আলী)
জাতীয় সংসদ সদস্য
ও
সভাপতি
স্থানীয় সরকার কমিশন

(সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত)
জাতীয় সংসদ সদস্য
ও
সদস্য
স্থানীয় সরকার কমিশন

(এ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী)
জাতীয় সংসদ সদস্য
ও
সদস্য
স্থানীয় সরকার কমিশন

(কাজী আজহার আলী)
সাবেক সচিব
ও
সদস্য
স্থানীয় সরকার কমিশন

(এ টি এম শামসুল হক)
সাবেক সচিব
ও
সদস্য
স্থানীয় সরকার কমিশন

(বেগম তাহেরুন্নেসা আব্দুল্লাহ)
চেয়ারম্যান, শিশু একাডেমী
ও
সদস্য
স্থানীয় সরকার কমিশন

(ডঃ বি কে জাহাঙ্গীর)
উপ-উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সদস্য
স্থানীয় সরকার কমিশন

(এ এইচ এম আবদুল হাই)
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ও
সদস্য-সচিব
স্থানীয় সরকার কমিশন

অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক

বিভিন্ন স্তরে সরকারী ছাড়াও বেসরকারী সংস্থা (NGO) এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এ সব সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয় করবে এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করবে। এলাকাধীন সকল সংস্থা তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে অবহিত রাখবে।

জাতীয় সংসদ সদস্যগণের সঙ্গে সম্পর্ক

জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যগণ সংসদে আইন প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত হলেও তাঁরা নিজ এলাকার উন্নয়ন এবং বিবিধ সমস্যা নিয়ে সংসদে আলোচনা করে থাকেন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিজ এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখান। সঙ্গত কারনেই তাঁরা মনে করেন যে এই আগ্রহ প্রকাশ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে তাদের উদ্যোগ গ্রহণ এলাকাবাসীর কাছে তাঁদের প্রদত্ত অঙ্গীকার বিশেষ। একই বিবেচনায় বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যক্রমেও তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যদের মর্যাদা এবং দেশের রাজনীতিতে তাঁদের প্রথাসিদ্ধ ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে তাঁদেরকে নিজ নিজ এলকার উপজেলা ও জেলা পরিষদের উপদেষ্টার ভূমিকা দেওয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট পরিষদ তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং তাঁদেরকে পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত রাখবেন। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প নির্বাচন সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দেবেন।

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ঃ স্থানীয় সরকার কমিশন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ, তদারকী ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন কমিশনের মত সরকারের নির্বাহী শাখা বহির্ভূত একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের প্রয়োজনের কথা অতীতে একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে। এ প্রতিবেদনে অন্যত্র অনুরূপ একটি স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে এটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যেই শুধু নয়, তাদের সার্বিক শক্তিশালীকরণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে তাদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আইন/অধ্যাদেশ প্রণয়নে উদ্যোগ নেবে এবং জাতীয় সংসদের মাধ্যমে সে সব পাস করার আইনানুগ পদক্ষেপ নেবে। আইনের অধীনে বিধিমালা তৈরীও এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হবে যা তারা আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ও পরামর্শে সম্পন্ন করবে। মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেটের অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা করবে। প্রকল্প তৈরী ও অনুমোদন গ্রহণে মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা করবে এবং মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই এ সব উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াজাত করা হবে।

স্থানীয় সরকার কমিশন আইনের ও বিধিমালার অধীনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা তা পর্যালোচনা করবে এবং আইনের পরিপন্থী কোন কাজ করা হলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে আইনানুগ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেবে (সাময়িকভাবে বরখাস্ত, বরখাস্ত, দুর্নীতি দমন বিভাগ দ্বারা তদন্ত, ইত্যাদি)। কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ করে দৃষ্টি দেবে। কমিশন অডিট রিপোর্ট সমন্বিত করে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর প্রতিবেদন প্রতি বছর জাতীয় সংসদে পেশ করবে।

কমিশন আইনের অধীনে গঠিত একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর কার্যকলাপের উপর মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ বা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকবে না। কমিশনে মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন একজন চেয়ারম্যান এবং একজন সদস্য থাকবেন। এরা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, সরকারী কর্মকর্তা, অধ্যাপক, আইনজ্ঞ বা জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত সমাজ কর্মী হতে পারেন।

/

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ : আইন প্রণয়ন/সংশোধন

যে সব স্তরে বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে নতুনভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে নতুন আইনের প্রয়োজন হবে।

গ্রাম পরিষদ একটি নতুন স্তর, যদিও একে পূর্ণাঙ্গ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বলা যাবে না। গ্রাম পরিষদ সৃজনের জন্য নতুন আইন প্রবর্তন করতে হবে। এই আইনে গ্রাম পরিষদের গঠন, এলাকা, নির্বাচন/মনোনয়ন, দায়িত্ব ও কার্যাবলী এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যেন এসব ইউনিয়ন পরিষদের সম্পূরক হয়।

থানা/উপজেলা পরিষদ গঠনের সুপারিশ গৃহীত হলে এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রবর্তন করতে হবে। এই আইনে থানা/উপজেলা পরিষদের গঠন, এলাকা, নির্বাচন/মনোনয়ন, দায়িত্ব ও কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলা পরিষদ অধ্যাদেশ বিদ্যমান রয়েছে। এইগুলি বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ইউনিয়ন ও জেলা পরিষদের রূপরেখা, কার্যাবলী ও দায়িত্ব ইত্যাদির আলোকে বিদ্যমান আইনগুলি সংশোধন করতে হবে।

নতুন আইন প্রনয়ন এবং পুরাতন আইনের সংশোধন এমনভাবে করতে হবে যেন এর কোনটির ধারা পরস্পর বিরোধী না হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে রাজস্ব আয় বন্টনের উদ্দেশ্যে সুপারিশ রাখার এবং নীতিমালা তৈরীর জন্য নতুন আইন প্রবর্তন করে একটি ফাইনান্স কমিশন গঠন করতে হবে। এই আইনে কমিশনের গঠন, দায়িত্ব, কার্যপ্রণালী ও ক্ষমতা এবং মেয়াদ বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকী এবং প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনের মাধ্যমে একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন বা কাউন্সিল গঠন করতে হবে। আইনে কমিশন/কাউন্সিলের গঠন, কার্যক্রম ও দায়িত্বাবলী, কার্য পদ্ধতি, ক্ষমতা, জনবল, বাজেট ইত্যাদির উল্লেখ থাকতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক পেশকৃত যে সব সুপারিশ সরকার গ্রহণ করবেন তাদের বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করতে হবে যা আইন/অধ্যাদেশ অথবা নির্বাহী আদেশে গঠিত হতে পারে।

চতুর্দশ অধ্যায়

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ : স্থানীয় সরকার কমিশন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি আইনের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত। স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত তাদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ব্যবহার ও কার্যাবলী সম্পাদন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে পারে না। তারা যদিও আইনের ও বিধিমালার ঊর্ধে নয়, এ সব আইন ও বিধিমালার অনুসরণ ও প্রয়োগ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করার এবং পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা এমন একটি কর্তৃপক্ষের কাছে থাকা উচিত যা হবে অরাজনৈতিক এবং নিরপেক্ষ। এর নিকটতম তুলনা করা চলে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে। নির্বাচন কমিশন আইনের অধীনে গঠিত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং এ হিসেবে দল মত নিরপেক্ষ হয়ে আইন অনুযায়ী কাজ করে যাবার ফলে জনগণের ও দলীয় গোষ্ঠীর সমর্থন ও আস্থা উপভোগ করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ, তদারকী ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন কমিশনের মতো সরকারের নির্বাহী শাখার বহির্ভূত একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের প্রয়োজনের কথা অতীতে একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনে অন্যত্র অনুরূপ একটি স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে এটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যেই শুধু নয়, তাদের সার্বিক শক্তিশালীকরণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

স্থানীয় সরকার কমিশন এবং মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ও কার্যাবলী সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে তাদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আইন/অধ্যাদেশ প্রণয়নে উদ্যোগ নেবে এবং জাতীয় সংসদের মাধ্যমে সে সব পাস করার আইনানুগ পদক্ষেপ নেবে। আইনের অধীনে বিধিমালা তৈরীও এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হবে যা তারা আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ও পরামর্শে সম্পন্ন করবে। মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেটের অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা করবে। প্রকল্প তৈরী ও অনুমোদন গ্রহণে মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা করবে এবং মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই এ সব উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াজাত করা হবে। সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি (অফিস ঘর, যানবাহন) ইত্যাদি সাধারণ বিষয়গুলি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সংস্থা ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রেষণে প্রেরণের জন্য উদ্যোগ ও বিভিন্ন পদক্ষেপ মন্ত্রণালয় থেকেই নেয়া হবে।

স্থানীয় সরকার কমিশন আইনের ও বিধিমালার অধীনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা তা পর্যালোচনা করবে এবং আইনের পরিপন্থী কোন কাজ করা হলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে আইনানুগ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেবে (সাময়িকভাবে বরখাস্ত, বরখাস্ত, দুর্নীতি দমন বিভাগ দ্বারা তদন্ত ইত্যাদি)। কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ করে দৃষ্টি দেবে। অডিট রিপোর্ট সমন্বিত করে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর প্রতিবেদন প্রতি বছর জাতীয় সংসদে পেশ করবে। প্রেষণে প্রেরিত সরকারী কর্মকর্তাদের কার্যক্রমের ওপরও কমিশন বক্তব্য রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পেশ করতে পারবে। কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের বিধিমালা ও চাকুরীর শর্ত নিরূপণ করবে। বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব কমিশনের ওপর অর্পিত হতে পারে। বিদ্যমান আইন/অধ্যাদেশ ও বিধিমালায় সংশোধন আনা প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের (স্থানীয় সরকার বিভাগ) দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কমিশন আইনের অধীনে গঠিত একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর কার্যকলাপের উপর মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ বা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকবে না। কমিশনে মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন একজন চেয়ারম্যান এবং একজন সদস্য থাকবেন। এরা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, সরকারী কর্মকর্তা, অধ্যাপক, আইনজ্ঞ বা জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত সমাজকর্মী হতে পারেন। সদস্যা নিয়োগের দ্বারা মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। চেয়ারম্যান ও সদস্য-সদস্যাদের কার্যকাল পাঁচ বছর হবে।

কমিশনের অফিস প্রতিটি বিভাগীয় পর্যায়ে থাকবে যেন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির তদারকী ও সহায়তা প্রদান সহজ হয়। চেয়ারম্যান ও সদস্য-সদস্যাগণ বছরের নির্দিষ্ট সময় এক একটি বিভাগীয় অফিসে উপস্থিত থাকবেন ও দায়িত্ব পালন করবেন। কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে সাধারণতঃ বদলী করা হবে না, তবে পদোন্নতি ও অন্যান্য কারণে বদলী হতে পারে।